দৈনিক বাংলা

তারিখ 25/11/79
পৃষ্ঠা 1 কলাম 4
221

খাল খননের উপর জোর দিন: মার্কিন বিশেষজ্ঞ

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও গণনাতত্ত্ব প্রফেসর এবং পানি সম্পদ ও সমুদ্র বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ডঃ রজার রেভেলী খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য শুকনা মৌসুমে খাল ও ভূগর্ভস্থ পানি থেকে ব্যাপকভাবে সেচ কাজ পরিচালনার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

তিনি বাসসের সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে একথা বলেন।

ডঃ রেভেলী এক সংক্ষিপ্ত সফরে বাংলাদেশে এসেছেন।

তিনি উল্লেখ করেন ব্যাপকভাবে খাল খনন করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে শুকনা মৌসুমের পানি সংকট মোকাবিলায় ব্যাপকভাবে নলকূপ ও গভীর নলকূপকেও কাজে লাগাতে হবে। গ্যাঞ্জেস ওয়াটার বেসিন শীর্ষক নিবন্ধের অন্যতম লেখক মিঃ রেভেলী গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র সংযোগ খাল কাটার চিন্তাকে বাতিল করে দেন। তিনি বলেন প্রকল্পটি ব্যয়বহুল। শুকনো মৌসুমে গঙ্গার পানির প্রবাহ বৃদ্ধির জন্যে খাল কেটে ব্রহ্মপুত্রের পানি নিয়ে আসার কথা বলা হয়। কিন্তু এতে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়ার ব্যাপারে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। কারণ এ ধরনের কোন খাল প্রাকৃতিক ভূ-কাঠামোর সঙ্গে সংযুক্ত।

ডঃ রেভেলী বেকার জনশক্তির কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মত জনবহুল দেশে পল্লী শিল্প ছড়িয়ে দেবার ওপর জোর দেন। তবে এরজন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মসূচীর

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

মার্কিন বিশেষজ্ঞ

(১-এর পৃঃ পর)

বাস্তবায়ন দরকার।

তিনি বলেন নলকূপ আমদানীর জন্য অর্থ ব্যয় না করে নলকূপ কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এতে অনেক লোক কাজ পাবে।

ভূগর্ভের পানি উত্তোলন সরঞ্জাম পরিচালনার জন্য তিনি সিলিন্ডারে গ্যাস ও সৌর সেল ব্যবহারের ওপর জোর দেন। তেলের দাম বেড়ে যাওয়ার এবং তেলের খনি না থাকায় এই ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

ডঃ রেভেলী বলেন এদেশে বন্যা যেহেতু সাংবাৎসরিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বর্ষা মৌসুমও চাষাবাদ অব্যাহত রাখতে হলে গভীর পানির আমন চাষ করতে হবে।

শুকনো মৌসুমের জন্য পানির ভূগর্ভের মওজুত বাড়াবার জন্য তিনি প্রধান প্রধান নদীতে গর্ত খোঁড়ার পরামর্শ দেন।